নাইটিংগেলের প্রতি

(অৌড টু এ নাইটিংগেল– জন কীটস)

সুমন তুরহান

১.

কী ব্যথা হৃদয়ে বাজে! সেই সাথে অবশ আবেশ
চেতনা জড়ায়ে আনে- কোনো বিষ করেছি কি পান?
অথবা কি আফিমের সুরাপাত্র করেছি নিঃশেষ
মুহূর্তেক আগে, তাই বিস্মরণে ছায় মনপ্রাণ?
এ ব্যথা নয় গো নয় তোমার সুখেতে ঈর্ষা হতে,
সীমাহীন সমসুখে এ আনন্দ বেদনা ঘনায়!
ওগো লঘুপক্ষ প্রাণ কোন মায়াময় সুরলোকে
কন্ঠ ভরে অমৃতের স্রোতে-
হৃদয় দিয়েছো ঢেলে নব নিদাঘের বন্দনায়
অগন্য ছায়ায় ঘেরা বননীল সপ্নিল আলোকে।

২.

আহা, সে মদিরাপাত্র—অন্ধকারে মাটির গভীরে
সঞ্জীবনী সঞ্চয়নে বহুকাল ছিলো যে শীতল,
যে আনে শ্যামল স্বাদ অঘ্রাণের উৎসবেরে ঘিরে
নৃত্যগীত উন্মাদনা—সে উল্লাস সূর্যকরোজ্জ্বল।
আহা, সে আঁধার ভরা দক্ষিণ দেশের সোমধারা
ধারে তার মুক্তোরাশি—বুদবুদের ফেনিল উচ্ছ্বাস,
স্বর্গের সুরভি তার লাজরাগ রক্তিম অধরে;
চলে যাবো আমি আত্মহারা-
সেই সুধা পান করে ছেড়ে যাবো ধরার আবাস
ওই স্বপ্নছায়াময় অরণ্য-সবার অগোচরে।

৩.

চলে যাবো দূরে আমি, ভুলে যাবো পৃথিবীর কথা
বনের গভীরে তুমি পাও নাই পরিচয় যার,
এই শ্রান্তি, জ্বরতাপ, অসহায় দুঃখের বারতা
প্রতিকারহীন শুধু বসে শোনা বিলাপ ব্যথার।
নিষ্ঠুর জরার ঘা'তে খসে পড়া পালিত প্রবীণ
মৃত্যুমুখে ঢলে পড়া রোগশীর্ণ কঙ্কাল কিশোর
যেখানে ভাবনা শুধু আনে দুঃখ বেদনার ভার
হতাশায় চোখ ভাষাহীন-
যেখানে ক্ষণেক পরে ঝরে যায় তারুণ্যের ঘোর
একটি দিনের শেষে প্রেম মুছে ফেলে চিহ্ন তার।

৪.

পিছে থাক এ পৃথিবী, চলে যাবো তোমার ছায়ায়
নয় কোনো ঈশানের মদির নেশায় বিস্মরণ।
উড়ে যাবো ওই বনে কল্পনার অলক পাখায়
যদিও বাধায় ভরে জীবনের ভারবাহী মন
এই তো তোমার সাথে আমি এই রাতের আলোতে
আকাশের সিংহাসনে রানীর মতো হাসে চাঁদ;
ঘিরে ধরে তারাদল, মাটিতে নিবিড় অন্ধকার
শৈবাল বিছানো পথ হতে-
দোলায় হঠৎ হাওয়া ঘননীল সবুজের বাঁধ;
অসীমের কোল বেয়ে আলো ভেসে আসে ফাঁকে তার।

৫.

দেখিনা এ কোন ফুল আমার পায়ের কাছে রয়,
কোন ফুল দোলে ওই ছায়াময় গাছের শাখায়।
সুরভিত অন্ধকারে পাই সবাকার পরিচয়
ভেসে আসে প্রতিনাম এই ধীর হাওয়ার পাখায়।
চিনি আমি এই যুঁথি, সন্ধ্যামণি, মালতি, বকুল
ঝোপের আড়ালে ফোটা ওই বনগোলাপের মেলা,
শিশিরের সুধায় আকুল-
কতো সুর আনে বয়ে রজনীগন্ধার এ সুরভি
মৃদু অলিগুঞ্জরণ উদাস নিদাঘ সন্ধ্যাবেলা।

৬.

অন্ধকারে পাতি কান; মনে হয় যেনো কতোবার
আমাকে পেতেছে তার প্রেমডোরে মধুর মরণ!
বাতাসে মিলায়ে নিতে এই শেষ নিঃশ্বাস আমার
কতো প্রিয় নামে তারে কতো সুরে করেছি বরণ!
মনে হয় কী পরম শুভ এই বিদায় সময়;
ব্যথাহীন থেমে যাওয়া এই মাঝরাতে অপরূপ!
তখনো তোমার গান ঝরে যাবে দূর হতে দূরে
ভরে দেবে সবার হৃদয়-
আমি শুধু রবো এক প্রাণহারা মৃত্তিকার স্তুপ
শ্রবণ পাবে না সাড়া সে অসীম আনন্দের সুরে।

৭.

মরণ তোমার তরে কভু নয় হে অমর পাখি
ক্ষুধিত মানব যারে পারে নাই চরণে নামাতে;
কতো যুগ আগে তুমি এই সুরে ডেকেছো একাকী
রাজপ্রাসাদের কোণে, সেই সুর শুনি আজ রাতে।
শুনে ছিলো এই গান সেই ভীরু বালিকা মমতা
স্বদেশ স্বজন হতে বহুদূরে ধানখেতে একা
অশ্রুভারে ছলোছলো চোখ, মুখ বেদনা-মলিন;
এই সুরে কতো রূপকথা-
দুর্গম সিন্ধুর তীরে মায়াপুরী বাতায়ন রেখা
মন চলে সেই দেশে—চিরজনহীন, উদাসীন।

৮.

‘উদাসীন’! এই কথা যেনো এক ধ্বনির আঘাতে
আমাকে ফিরায়ে আনে তোমার স্বপ্নের দেশ হতে,
বিদায়! কল্পনা-মায়া পারে না তো জীবন ভোলাতে
ছলনায় ভরে শুধু ভাসে মন ক্ষণিক আলোতে।
বিদায়! বিদায়! শুনি চলে যায় দূরে চলে যায়
ধানখেত পার হয়ে সকরুন ও গান তোমার
পার হয়ে ছোটো নদী যেই খানে প্রান্তর নিঝুম!
পাহাড়ের ওপারে হারায়-
সেই সুর! ওকি শুধু স্বপ্ন—শুধু ভাব কল্পনার?
চলে গেছে সেই গান? একি জাগরণ? একি ঘুম?

**********suman.turhan@yahoo.com.au